

সূরা ৪৮ : ফাত্হ, মাদানী

(আয়াত ২৯, রুকু ৪)

৪৮ - سورة الفتح 'مَدَنِيَّةٌ

(آيَاتُهَا : ২৯ 'رُكُوعَاتُهَا : ৪)

সূরা ফাত্হ এর গুরুত্ব

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে পথ চলা অবস্থায় স্বীয় উষ্ট্রীর উপরই সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত করেন এবং বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মধুর সুরে পড়তে থাকেন। বর্ণনাকারী মুআবিয়া (রাঃ) বলেন : লোকদের জড় হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করেই তোমাদেরকে শুনিয়ে দিতাম। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।	۱. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
২। যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।	۲. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
৩। এবং তোমাকে আল্লাহ বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।	۳. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

সূরা ফাত্হ নাযিল করার উদ্দেশ্য

ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মাদীনায় হতে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মাক্কার

মুশরিকরা তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং মাসজিদুল হারামের যিয়ারাতের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। অতঃপর তারা সন্ধির প্রস্তাব করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন ঐ বছর ফিরে যান এবং আগামী বছর উমরাহ করার জন্য মাক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাদের সাথে সন্ধি করেন। সাহাবীগণের (রাঃ) একটি বড় দল এ সন্ধিকে পছন্দ করেননি, যাঁদের মধ্যে উমারও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই স্বীয় পশুগুলো কুরবানী করেন। অতঃপর মাদীনায় ফিরে আসেন। এ ঘটনা এখনই এই সূরারই তাফসীরে আসছে ইনশাআল্লাহ।

মাদীনায় ফিরার পথেই এই পবিত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এই সূরায়ই এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এই সন্ধিকে ভাল পরিণামের দিক দিয়ে বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ মাক্কা বিজয়ের সূচনাকারী হল এই সন্ধি চুক্তি। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলতেন : তোমরাতো মাক্কা বিজয়কেই বিজয় বলে থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বিজয়রূপে গণ্য করে থাকি। যাবির (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২২/২০১)

সহীহ বুখারীতে বারা (ইব্ন আযীব) (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : তোমরা মাক্কা-বিজয়কে বিজয়রূপে গণ্য করে থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ায় সংঘটিত বাইআতে রিয়ওয়ানকেই বিজয় হিসাবে গণ্য করি। আমরা চৌদশ জন সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই ঘটনাস্থলে ছিলাম। হুদাইবিয়া নামক একটি কূপ ছিল। আমরা ঐ কূপ হতে আমাদের প্রয়োজন মত পানি নিতে শুরু করি। অল্পক্ষণ পরেই ঐ কূপের সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিলনা। কূপের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও পৌঁছে। তিনি কূপের নিকট এসে ওর পাশে বসে পড়েন। অতঃপর এক বালতি পানি চেয়ে নিয়ে উঠ করেন। এরপর তিনি কুলি করেন। তারপর দু’আ করেন এবং ঐ পানি ঐ কূপে ফেলে দেন। অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, কূপটি সম্পূর্ণরূপে পানিতে ভরে গেছে। ঐ পানি আমরা নিজেরা পান করলাম, আমাদের সওয়ারী উটগুলোকে পান করলাম, নিজেদের প্রয়োজন পূরা করলাম এবং পাত্রগুলি পানিতে ভরে নিলাম। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৫)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এক সফরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনবার আমি তাঁকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেননা। এতে আমি খুবই লজ্জিত হলাম যে, হায় আফসোস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিলাম! তিনি উত্তর দিতে চাননা, আর আমি অযথা তাঁকে প্রশ্ন করছি! অতঃপর আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, না জানি হয়তো আমার বারবার প্রশ্ন করার কারণে আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে যাবে! সুতরাং আমি আমার সওয়ারী উটকে দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং সামনে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ আমি শুনলাম যে, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি উত্তর দিলে সে বলল : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ডাকছেন। এ কথা শুনেতো আমার আক্কেল গুডুম! ভাবলাম যে, অবশ্যই আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে। তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তিনি বললেন : গত রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হতে বেশি প্রিয়। অতঃপর তিনি আমাকে **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا** এই সূরাটি পাঠ করে শোনালেন। (আহমাদ ১/৩১)

ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারায় মালিক (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৫, তিরমিযী ৯/১৬৭, নাসাঈ ৬/৪৬১) আলী ইবনুল মাদানী (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন : এটি একটি উত্তম হাদীস যা মাদীনার বিজ্ঞ আলেমগণ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ ক্ষমা করেন - এ আয়াতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুদাইবিয়াহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নাযিল হয়েছিল।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হুদাইবিয়াহ হতে ফিরার পথে **لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : রাতে আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত হতে বেশি প্রিয়। অতঃপর তিনি **... لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ** এ আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁকে মুবারকবাদ

জানালেন এবং বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এতো আপনার জন্য, আমাদের জন্য কি আছে?

তখন لِيُدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ হতে পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/১৯৭, ফাতহুল বারী ৭/৫১৬, মুসলিম ৩/১৪১৩)

মুগীরা ইব্ন শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত (নাফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা দু'টি ফুলে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় : আল্লাহ তা‘আলা কি আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেননি? উত্তরে তিনি বলেন : আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবনা? (আহমাদ ৪/৫৫, বুখারী ৪৮৩৬, মুসলিম ২৮১৯, তিরমিযী ৪১২, নাসাঈ ৩/২১৯, ইব্ন মাজাহ ১৪১৯)

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।

সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, فَتْحٌ مُبِينٌ (স্পষ্ট বিজয়) দ্বারা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু‘মিনগণ বড়ই কল্যাণ ও বারাকাত লাভ করেছিলেন। জনগণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান ও ঈমান চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ লাভ হয়। ফলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে পরকালের শান্তির সন্ধান পাওয়ার সুযোগ লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন :

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস বা এটা তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা। এতে তাঁর সাথে আর কেহ শরীক নেই। তবে হ্যাঁ, কোন কোন আমলের সাওয়াবের ব্যাপারে অন্যদের জন্যও এ শব্দগুলো এসেছে। ইহা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা, যিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যতা, আমলের একাগ্রতা এবং সামগ্রিকভাবে সব ধরনের সরল সঠিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন যা পৃথিবীর অন্য কারও দ্বারা বিগত দিনে সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তা কারও দ্বারা সম্ভব হবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হলেন মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সমস্ত মানব জাতির প্রধান পথ প্রদর্শক এবং মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী, দুনিয়ার জন্য এবং আখিরাতের জন্যও। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেমন ছিলেন এবং থাকবেন সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে সম্মানিত এবং আদেশ-নিষেধ মান্য করার ব্যাপারে উত্তম আদর্শ।

যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁর আহুকামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী, সেই হেতু তাঁর উদ্দীষ্টি যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ে তখন তিনি বলেন : যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই এই উদ্দীষ্টকে থামিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আজ এ কাফিরেরা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে তা'ই দিব যদি সেটা আল্লাহর মর্যাদাহানিকর না হয়। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কথা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিজয়ের সূরা অবতীর্ণ করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় নি'আমাত তাঁর উপর পূর্ণ করে দেন।

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আর তিনি তাঁকে পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে। তাঁর বিনয় ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা সম্মুন্ন করেন।

وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا তাঁর শত্রুদের উপর তাঁকে বিজয় দান করেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দা (মানুষের অপরাধ) ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেন এবং বিনয় প্রকাশ করলে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন। (মুসলিম ৪/২০০১)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন : যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে তাকে তুমি এর চেয়ে বড় শাস্তি দিওনা যে, তুমি আল্লাহরই আনুগত্য করতে থাকবে (অর্থাৎ এটাই তার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি)।

৪। তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়;

۴. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর
বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং
আল্লাহই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَلِلّٰهِ جُنُودٌ
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا

৫। এটা এ জন্য যে, তিনি
মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন
মহিলাদেরকে দাখিল
করবেন জান্নাতে যার
নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত;
সেখানে তারা স্থায়ী হবে
এবং তিনি তাদের পাপ
মোচন করবেন; এটাই
আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা
সাফল্য।

۝. لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا
وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ
ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا

৬। এবং মুনাফিক পুরুষ ও
মুনাফিক মহিলা, মুশরিক
পুরুষ ও মুশরিক মহিলা,
যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ
ধারণা পোষণ করে তাদেরকে
শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র
তাদের জন্য, আল্লাহ তাদের
প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং
তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন
এবং তাদের জন্য জাহান্নাম
প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত
নিকৃষ্ট আবাস!

۝. وَيُعَذِّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ
وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ
وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّالِمِيْنَ ۚ بِاللّٰهِ
ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ
وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ
لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

৭। আল্লাহরই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	۷. وَلِلَّهِ جُنُودٌ أَلْسَمَنَاتٍ وَالْأَرْضُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
--	--

আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের অন্তরে ‘সাকীনাহ’ প্রেরণ করেন

مَهَانُ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি মু‘মিনদের অন্তরে সাকীনাহ অর্থাৎ প্রশান্তি, করুণা ও মর্যাদা দান করেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তা ছিল হুদাইবিয়াহর দিন। ইরশাদ হচ্ছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন যেসব ঈমানদার সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নেন, যদিও তাদের অন্তর তাতে সাড়া দিতে চাচ্ছিলনা, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। এর ফলে তাঁদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অন্তরে ঈমান বাড়ে ও কমে। ঘোষিত হচ্ছে :

وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আল্লাহ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। তাঁর সেনাবাহিনীর কোন অভাব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। একজন মালাক প্রেরণ করলে তিনি সবাইকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মু‘মিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তা এই যে, এর মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়ে যাবে এবং যাকে দ্বারা খুশি তিনি দীনকে জয়যুক্ত করবেন এ দলীল-প্রমাণও সামনে এসে যাবে। তিনি বলেন :

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কাজই জ্ঞান ও নিপুণতা শূন্য নয়। এতে এক যৌক্তিকতা এও আছে যে, ঈমানদারদেরকে তিনি স্বীয় উত্তম নি‘আমাত দান করবেন যার নিম্নে প্রবাহিত রয়েছে স্রোতস্বিনী নদী এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। পূর্বে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুবারাকবাদ দিলেন এবং তাঁদের জন্য কি রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন তখন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ كَانَ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে - এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬)।

وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন। তাদের ভুল ত্রুটির জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা। বরং তাদের ক্ষমা করে দিবেন, তাদের সমস্যার সমাধান করে দিবেন, তাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন, তাদের কাজের প্রশংসা করবেন এবং তাঁর করুণা বর্ষণ করবেন।

وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫)

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আর একটি কারণ বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ শিরক ও নিফাকে জড়িত যেসব নর-নারী আল্লাহ তা'আলার আহকাম সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সম্পর্কে কু-ধারণা রাখে, তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া হবে, আজ হোক বা কাল হোক। এই যুদ্ধে যদি তারা রক্ষা পেয়ে যায় তাহলে অন্য যুদ্ধে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, অমঙ্গল চক্র তাদের জন্য। আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম এবং এ জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাস!

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا পুনরায় মহা

পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা এবং শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৮। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে।	<p>۸. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا</p>
৯। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসুলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	<p>۹. لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا</p>
১০। যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে, ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।	<p>۱۰. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا</p>

আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا হে নাবী! আমি তোমাকে আমার মাখলূকের উপর সাক্ষীরূপে, মু‘মিনদেরকে সুসংবাদ দানকারীরূপে এবং

কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরা আহযাবে (৩৩ : ৪৫-৪৬) বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। আর এর সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, ভয় ও পবিত্রতা স্বীকার করে নিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

‘রিয়ওয়ানের চুক্তি’

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে। (সূরা নিসা, ৪ : ৮০) মহান আল্লাহ বলেন :

يَذُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِم

আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অর্থাৎ তিনি তাদের সাথে আছেন এবং তাদের কথা শোনেন। তিনি তাদের স্থান দেখেন এবং তাদের বাইরের ও ভিতরের খবর জানেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণকারী আল্লাহ তা‘আলাই বটে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়। এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছে, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন। এখানে যে বাইয়াত করার কথা বলা হয়েছে তা রিয়ওয়ানে কৃত বাইয়াত। উহা ছিল হুদাইবিয়ায় সামুরাহ নামক স্থানে একটি গাছের নিচে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সাহাবীগণ তাঁর কাছে বাইয়াত করেন তাদের সংখ্যা ছিল ১৩০০, ১৪০০ অথবা ১৫০০ জন। যা হোক, মোট সংখ্যা ১৪০০ বলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

হুদাইবিয়াহর চুক্তি/সন্ধির বিবরণ

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হুদাইবিয়ার দিন আমরা সংখ্যায় চৌদ্দশত ছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১, মুসলিম ৩/১৪৮৪)

সহীহায়িনে বর্ণিত আছে যে, যাবির (রাঃ) বলেন : ঐ দিন আমরা চৌদ্দশ' জন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে হাত রাখেন, তখন তাঁর অঙ্গুলিগুলির মধ্য হতে পানির বর্ণা বইতে শুরু করে। সাহাবীগণের (রাঃ) সবাই ঐ পানি দিয়ে তাদের পিপাসা নিবারণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৫, মুসলিম ৩/১৪৮৪) এটা সংক্ষিপ্ত। এ হাদীসের অন্য ধারায় রয়েছে যে, ঐদিন সাহাবীগণ খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তুণ বা তীরদানী হতে একটি তীর বের করে তাদেরকে দেন। তারা ওটা নিয়ে গিয়ে হুদাইবিয়ার কূপে নিক্ষেপ করেন। তখন ঐ কূপের পানি উত্থলে উঠতে শুরু করে, এমন কি ঐ পানি সবারই পিপাসা মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। যাবিরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় : ঐ দিন আপনারা কতজন ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন : ঐ দিন আমরা চৌদ্দশ' জন ছিলাম। কিন্তু যদি আমরা এক লক্ষও হতাম তবুও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য এক রিওয়াযাতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল পনের শ'।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে বলেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবকে (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন : রিয়ওয়ানে বাইয়াত নেয়ার সময় মোট কতজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন? সাঈদ (রহঃ) উত্তরে বলেন : ১৫০০ জন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, তারা ছিলেন ১৪০০ জন। সাঈদ (রহঃ) বলেন : তিনি ভুলে গেছেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, তারা ছিলেন ১৫০০ জন। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৭) ইমাম বাইহাকী (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা পনের শতই ছিল এবং যাবিরের (রাঃ) প্রথম উক্তি এটাই ছিল। অতঃপর তার মনে কিছু সন্দেহ জাগে এবং তিনি তাঁদের সংখ্যা চৌদ্দশ বলতে শুরু করেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/৯৭)

রিয়ওয়ানের চুক্তির পিছনে নিহিত কারণ

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) স্বীয় সীরাতে গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন যে, তিনি যেন মাক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবর্গকে বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের উদ্দেশে আসেননি, বরং শুধু বাইতুল্লাহয় উমরাহ করার উদ্দেশে এসেছেন। উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ধারণামতে এ কাজের জন্য উসমান ইব্ন আফ্ফানকে (রাঃ) মাক্কায় আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশ নেতাদের কাছে পাঠানো উচিত। মাক্কায় আমার বংশের এখন কেহ নেই। অর্থাৎ বানু আদী ইব্ন কা’বের গোত্রের লোকেরা নেই যারা সহযোগিতা করত। কুরাইশদের সাথে আমার যা কিছু হয়েছে তাতো আপনার অজানা নেই। তারাতো আমার উপর ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় রয়েছে। তারা আমাকে পেলে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) এ মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং উসমানকে (রাঃ) আবু সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উসমান (রাঃ) পথ চলতেই ছিলেন এমন সময় আবান ইব্ন সাঈদ ইবনুল আসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আবান তাকে তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে মাক্কায় পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের নিকট গেলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা পৌঁছে দিলেন। তারা তাঁকে বলল :

আপনি একা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে করে নিন। তিনি উত্তরে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করব এটা অসম্ভব। তখন তারা উসমানকে (রাঃ) মাঝায় অবস্থান করার জন্য রেখে দিল। ওদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমানকে (রাঃ) শহীদ করা হয়েছে।

এই বর্বরতা পূর্ণ খবর শুনে মুসলিমগণ এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্মান্বিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর (রাঃ) আমাকে বলেন যে, এ খবর শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

এখন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া এখন হতে সরে যাচ্ছি না। (ইব্ন হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০) সুতরাং তিনি সাহাবীগণকে (রাঃ) আহ্বান করলেন এবং একটি গাছের নীচে তাঁদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলেন। এটাই বাইআতে রিয়ওয়ান নামে প্রসিদ্ধ। লোকেরা বলেন যে, মৃত্যুর উপর এই বাইআত গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু যাবির (রাঃ) বলেন যে, এটা মৃত্যুর উপর বাইআত ছিল না, বরং এই অঙ্গীকারের উপর ছিল যে, তাঁরা কোন অবস্থায়ই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবেন না। ঐ মাইদানে যতজন মুসলিম সাহাবী (রাঃ) ছিলেন, সবাই এই বাইআতে রিয়ওয়ান করেছিলেন। শুধু জাদ ইব্ন কায়েস নামক এক ব্যক্তি এই বাইআত করেনি যে ছিল বানু সালমা গোত্রের লোক। যাবির (রাঃ) বলেন : সে তার উষ্ট্রীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে, ফলে কেহ তাকে দেখতে পায়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাঃ) জানতে পারেন যে, উসমানের (রাঃ) শাহাদাতের খবরটি মিথ্যা। (ইব্ন হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০)

নাফি’ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : লোকেরা বলে যে, উমারের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। ব্যাপারটি এই যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর উমার (রাঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) একজন আনসারীর নিকট পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নিকট হতে নিজের ঘোড়াটি নিয়ে আসেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিকট হতে বাইআত নিচ্ছিলেন। উমার (রাঃ) এ খবর জানতেন না। তিনি গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে জনগণ বাইআত করছেন। তাদের দেখাদেখি তিনিও বাইআত করেন।

তারপর তিনি উমারের (রাঃ) ঘোড়াটি নিয়ে তার নিকট যান এবং তাকে খবর দেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছে। এ খবর শোনা মাত্র উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে তাঁর হাতে বাইআত করেন। এর উপর ভিত্তি করেই জনগণ বলতে শুরু করেন যে, পিতার পূর্বেই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫২১) তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ সুবহানাহু রাযী খুশি থাকুন।

সহীহ বুখারী অন্য রিওয়াযাতে ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনগণ পৃথক পৃথকভাবে গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। উমার (রাঃ) দেখেন যে, সবারই দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রয়েছে এবং তারা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন : হে আমার প্রিয় বৎস! দেখে এসো তো, ব্যাপারটা কি? আবদুল্লাহ (রাঃ) এসে দেখেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছেন। এ দেখে তিনিও বাইআত করেন এবং এরপর ফিরে গিয়ে স্বীয় পিতা উমারকে (রাঃ) খবর দেন। উমারও (রাঃ) তখন তাড়াতাড়ি এসে বাইআত করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫২১, মুসলিম ৩/১৪৮৩)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : হুদাইবিয়ার দিন আমাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নেয়ার পর লক্ষ্য করলাম যে, উমার (রাঃ) গাছের নিচে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে আছেন। ঐ গাছটি ছিল কাঁটায়ুক্ত (সামুরাহ)। আমরা আমাদের বাইয়াতে এই ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা যুদ্ধের মাইদান থেকে পালিয়ে যাবনা। আমরা তাঁর সাথে মৃত্যুর ব্যাপারে বাইয়াত করিনি।

মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) বলেন : ঐ সময় আমি গাছের ঝুঁকে থাকা একটি ডালকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপর হতে উঁচিয়ে ধরেছিলাম। আমরা ঐ দিন চৌদ্দশ’ জন ছিলাম। তিনি আরও বলেন : ঐ দিন আমরা তাঁর হাতে মৃত্যুর উপর বাইআত করিনি, বরং বাইআত করেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র হতে না পালানোর উপর। (মুসলিম ৩/১৪৮৫)

সালামাহ ইব্ন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলাম। ইয়াযীদ (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন : হে আবু মাসলামাহ (রাঃ)! আপনারা কিসের উপর বাইআত করেছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন : আমরা মৃত্যুর উপর বাইআত করেছিলাম। (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬)

সালামাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন : হুদাইবিয়ার দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করে পাশে সরে আসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন : হে সালামাহ! তুমি বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম : আমি বাইআত করেছি। তিনি বললেন : এসো, বাইআত কর। আমি তখন তাঁর কাছে গিয়ে আবার বাইআত করি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় : হে সালামাহ (রাঃ)! আপনি কিসের উপর বাইআত করেন? উত্তরে তিনি বলেন : মৃত্যুর উপর। (ফাতহুল বারী ১৩/২১১, মুসলিম ৩/১৪৮৬) এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) আব্বাদ ইব্ন তামীম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ বাইয়াত ছিল মৃত্যুর উপর। (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬)

সালামাহ ইব্ন আকওয়া (রাঃ) আরও বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা যখন হুদাইবিয়ায় পৌঁছি তখন আমাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চার শত। আমরা একটি কূপের কাছে পৌঁছি যে কূপে এতটুকু পানি ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীর পিপাসা মিটানোর জন্যও যথেষ্ট ছিলনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর পাশে বসে দু’আ করলেন এবং তাতে থুথু নিক্ষেপ করেন। তখন ওর পানি উথলে ওঠে। ঐ পানি আমরাও পান করি এবং আমাদের জন্তুগুলোকেও পান করাই। ঐদিন আমরা চৌদ্দশ’ জন ছিলাম। অতঃপর তিনি লোকদের বাইআত নিতে শুরু করেন। ঐ প্রথম দলে আমিও ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে বলেন : হে সালামাহ! তুমি বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বাইআত করেছি। যখন অধ্বংসের মত লোকের বাইয়াত নেয়া হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে সালামাহ! তুমি বাইয়াত নিবেনা? তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বাইআত করেছিলাম।

তিনি বললেন : তুমি আবার বাইয়াত নাও। সুতরাং আমি আবার তাঁর কাছে বাইয়াত নিলাম। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি যুদ্ধের বর্ম পরিহিত নই। তাই তিনি তাঁর থেকে আমাকে তা দান করলেন। এরপর তিনি অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন। যখন তা প্রায় শেষ পর্যায়ে তখন তিনি বললেন : ওহে সালামাহ! তুমি কি আমার কাছে বাইয়াত হবেনা? আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো প্রথম দিকে এবং

মাঝখানে বাইয়াত হয়েছি। তিনি বললেন : আবার বাইয়াত নাও। সুতরাং তৃতীয়বারের মত আমি তাঁর কাছে বাইয়াত নিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে আমি যে বর্ম দিয়েছিলাম তা কোথায়? আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সাথে আমিদের (রাঃ) সাক্ষাত হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তার কাছে কোন বর্ম নেই, তাই আমি ওটা তাকে দিয়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন এবং বললেন : তোমার অবস্থাতো পূরা কালের ঐ লোকের মত যে বলেছিল : হে আল্লাহ! আমার কাছে এমন একজনকে পাঠিয়ে দিন যে আমার নিকট আমার নিজের জীবন হতেও প্রিয়।

অতঃপর মাক্কাবাসী সন্ধির জন্য তোড়জোড় শুরু করে। যাতায়াত চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। আমি তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহর (রাঃ) কাজ করে দিতাম। আমি তার ঘোড়ার ও তার নিজের খিদমাত করতাম। বিনিময়ে তিনি আমাকে খেতে দিতেন। আমি তো আমার ঘর-বাড়ী, ছেলে-মেয়ে এবং মাল-ধন ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে হিজরাত করে চলে এসেছিলাম। যখন সন্ধি হয়ে যায় এবং এদিকের লোক ওদিকে এবং ওদিকের লোক এদিকে চলাফিরা শুরু করে তখন একদা আমি একটি গাছের নীচে গিয়ে কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে ঐ গাছের ছায়ায় শুইয়ে পড়ি। অকস্মাৎ মুশরিকদের চারজন লোক সেখানে আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক মন্তব্য করতে শুরু করে। আমার কাছে তাদের কথাগুলো খুবই খারাপ লাগে। তাই আমি সেখান হতে উঠে আর একটি গাছের নীচে চলে আসি। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলে এবং গাছের ডালে লটকিয়ে রাখে। অতঃপর তারা সেখানে শুইয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় শুনি যে, উপত্যকার নীচের অংশে কোন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন : হে মুহাজির ভাইয়েরা! ইব্ন যানীম (রাঃ) নিহত হয়েছেন! এ কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি আমার তরবারী উঠিয়ে নিই এবং ঐ গাছের নীচে গমন করি যেখানে ঐ চার ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল। সেখানে গিয়েই আমি সর্বপ্রথম তাদের হাতিয়ারগুলো নিজের অধিকারভুক্ত করে নিই। তারপর এক হাতে তাদেরকে দাবিয়ে নিই এবং অপর হাতে তরবারী উঠিয়ে তাদেরকে বললাম : দেখ, যে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা দান করেছেন তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যের যে তার মাথা

উত্তোলন করবে, আমি এই তরবারী দ্বারা তার মাথা কতন করে ফেলব। যখন এটা মেনে নিল তখন আমি তাদেরকে বললাম : উঠ এবং আমার আগে আগে চল। অতঃপর আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হলাম। ওদিকে আমার চাচা আমিরও (রাঃ) মিকরায নামক আবলাত এলাকার একজন মুশরিককে খেঁফতার করে আনেন। এই ধরনের সত্তরজন মুশরিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সাহাবীগণকে বলেন :

তাদেরকে ছেড়ে দাও। অন্যায়ের সূচনা তাদের থেকেই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিরও যিম্মাদার তারাই থাকবে। অতঃপর সবাইকেই ছেড়ে দেয়া হয়। এরই বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

তিনি মাঝা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। (সূরা ফাতহ. ৪৮ : ২৪) (মুসলিম ১৮০৭, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/১৩৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবের (রাঃ) পিতাও গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলেন। তিনি বলেন : পরের বছর যখন আমরা হাজ্জ করতে যাই তখন যে গাছের নীচে আমরা বাইআত করেছিলাম ওটা আমরা দেখতে পাইনি। অতএব এখন যদি তোমাদের নিকট তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমরা অনেক বেশি জান। (ফাতহুল বারী ৭/৫১২, মুসলিম ৩/১৪৮৫)

আবু বাকর আল হুমাইদী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবাইকে তাঁর কাছে বাইয়াত নেয়ার জন্য ডাকছিলেন তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের কাওমের এক লোক যার নাম ছিল যাদ ইব্ন কায়িস, সে তার উটের কাঁধের পিছনে লুকাতে চেষ্টা করছিল। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫৩৭, মুসলিম ৩/১৪৮৩) হুমাইদী আরও বর্ণনা করেন, আমরা বলেন যে, তিনি যাবিরকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন : হুদাইবিয়ার দিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ১৪০০

জন সাহাবী উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছিলেন : আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম।

যাবির (রাঃ) আরও বলেন : আমার যদি এখনও দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে ঐ গাছটি কোথায় ছিল তা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫১৪, মুসলিম ৪৮১১) সুফিয়ান (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, পরবর্তী সময়ে ঐ গাছটির অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। (ফাতহুল বারী ৯/৫০৭, মুসলিম ৩/১৪৮৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যাবির (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যারা গাছের নিচে আমার কাছে বাইয়াত নিয়েছে তাদের কেহকেই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবেনা। (আহমাদ ৩/৩৫০)

আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সানিয়াতুল মুরারের পথ অতিক্রম করে যাবে তার থেকে পাপ দূর হয়ে যাবে যেমন বানী ইসরাঈল থেকে দূর হয়েছিল। তখন সর্বপ্রথম বানু খায়রাজ গোত্রীয় একজন আনসার সাহাবী (রাঃ) ওর উপর আরোহণ করে যান। তারপর তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও সেখানে পৌঁছে যান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে, শুধু লাল উটের মালিক এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যাবির (রাঃ) বলেন, আমরা তখন ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললাম : চল, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। লোকটি জবাবে বলল : আল্লাহর শপথ! যদি আমি আমার উট পেয়ে যাই তাহলে তোমাদের সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাঃ) আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার চেয়ে ওটাই হবে আমার জন্য বেশি আনন্দের ব্যাপার। এ কথা বলে ঐ লোকটি তার হারানো উট খোঁজ করা শুরু করল। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ (যাবির) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবু যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন : উম্মে মুবাশশির (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি যখন হাফসার (রাঃ) কাছে ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, হুদাইবিয়ায় রিয়ওয়ানের বাইআতকারীদের কেহই জাহান্নামে যাবেনা। তখন তিনি (হাফসা) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা মনে হয় ঠিক বলা হলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে থামিয়ে দেন এবং তিরস্কার করেন। তখন হাফসা (রাঃ)

আল্লাহর কালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭১) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, এরপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭২) (মুসলিম ৪/১৯৪২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হাতিব ইব্ন আবী বুলতাআহর (রাঃ) গোলাম হাতিবের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় এবং বলে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হাতিব (রাঃ) অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি মিথ্যা বললে, সে জাহান্নামী নয়, সে বদরে এবং হুদাইবিয়ায় হাযির ছিল। (মুসলিম ৪/১৯৪২) এই সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রশংসায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ أَعْظِيمًا

যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাকে তিনি মহাপুরস্কার দেন। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ

مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

মু‘মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ১৮)

১১। যে সব আরাব মরুবাসী
গৃহে রয়ে গেছে তারা
তোমাকে বলবে : আমাদের
ধন সম্পদ ও পরিবার
পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত
রেখেছে। অতএব আমাদের
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।
তারা মুখে যা বলে তা
তাদের অন্তরে নেই।
তাদেরকে বল : আল্লাহ
তোমাদের কারও কোন ক্ষতি
কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা
করলে কে তাকে নিবৃত্ত
করতে পারে? বস্তুতঃ
তোমরা যা কর সে বিষয়ে
আল্লাহ সম্যক অবহিত।

۱۱. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ
مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا
وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ
بِالْسِّنَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ أَلَلهِ
شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ
بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

১২। না, তোমরা ধারণা
করেছিলে যে, রাসূল ও
মু'মিনগণ তাদের পরিবার
পরিজনের নিকট কখনই
ফিরে আসতে পারবেনা এবং
এই ধারণা তোমাদের অন্তরে
প্রীতিকর মনে হয়েছিল;
তোমরা মন্দ ধারণা
করেছিলে, তোমরাতো
ধ্বংসমুখ এক সম্প্রদায়।

۱۲. بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ
الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
أَبَدًا وَزَيَّبَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
وَوَضَعْتُمْ ظَنًّا سَوِيًّا وَكُنْتُمْ
قَوْمًا بُورًا

১৩। যারা আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলের প্রতি ঈমান

۱۳. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ

<p>আনেনা, আমি সেই সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।</p>	<p>وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا</p>
<p>১৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।</p>	<p>١٤. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا</p>

হুদাইবিয়ায় যারা অংশ না নিয়ে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদের অর্থহীন অযুহাত এবং তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী

যেসব আরাব বেদুঈন জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিল এবং মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী হতে বের হয়নি, আর ধারণা করে নিয়েছিল যে, এত বড় কুফরী শক্তির সামনে তারা কখনও টিকতে পারবেনা এবং যারা তাদের সঙ্গে লড়বে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তারা আর কখনও তাদের ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখতে পাবেনা, যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা সবাই নিহত হবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গসহ (রাঃ) আনন্দিত অবস্থায় ফিরে এলেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওয়র পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্বেই অবহিত করেন যে, এই মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা তাঁর কাছে এসে মুখে অন্তরের বিপরীত কথা বলবে এবং মিথ্যা ওয়র পেশ করবে। তারা বলবে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মহামহিমাবিত আল্লাহ তাদের এ কথার জবাবে বলেন : তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং হে নাবী! তুমি

তাদেরকে বলে দাও : যদি আল্লাহ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তাহলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে?

بَلْ كَانَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا তোমরা জেনে রেখ যে, তোমরা যা কর সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিক বা কপটদের কপটতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকেনা। তিনি ভালরূপেই জানেন যে, মুনাফিকদের যুদ্ধ হতে পিছনে সরে থাকা কোন ওয়রের কারণে ছিলনা, বরং প্রকৃত কারণ ছিল তাদের অবাধ্যতা এবং কপটতা। তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে ঈমান শূন্য। তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে যে কল্যাণ রয়েছে এ বিশ্বাস তাদের নেই। তারা নিজেদের প্রাণ ভয়ে ভীত।

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا তারা নিজেরা যুদ্ধে মারা যাবে এ ভয়তো তাদের ছিলই, এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা সবাই নিহত হবেন, একজনও রক্ষা পাবেননা যে তাঁদের সংবাদ আনয়ন করতে পারেন। এই ধারণা তাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল। তাই, আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে বলেন :

وَوَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরাতো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমি ঐ সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যদিও তাদের মনে যা লুকায়িত আছে তা প্রকাশ না করে মানুষের কাছে নিজেদেরকে মু‘মিন বলে পরিচয় দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় আধিপত্য, শাসন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই।

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَاللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। করুণাময় আল্লাহ তাওবাহকারীর তাওবাহ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করেন।

১৫। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে : আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল : তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। তারা বলবে : তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করেছে। বস্তুতঃ তাদের বোধশক্তি সামান্য।

۱۵. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا
أَنْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ
لِتَأْخُذُوا هَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ
قُل لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ
قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ
بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا
يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে বেদুঈনরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের (রাঃ) সঙ্গে হুদাইবিয়ায় হাযির ছিলনা, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং সাহাবীগণকে (রাঃ) খাইবারের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখবে তখন তারাও তাদেরকে সাথে নেয়ার জন্য অনুরোধ করবে যাতে বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তারাও অংশ পেতে পারে। বিপদের সময় তারা পিছনে সরে ছিল, কিন্তু সুখের সময় মুসলিমদের সঙ্গে তারা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদেরকে কখনোই যেন সঙ্গে নেয়া না হয়। যুদ্ধ যখন তারা করেনি তখন গানীমাতের অংশ তারা কি করে পেতে পারে? যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরকে নয় যারা বিপদের সময় সরে থাকে, আর আরামের সময় হাযির থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۖ تَارَا ۖ اٰلَلّٰهُر كَالَام ۖ পরিবর্তন করতে চায় । মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুআইবির (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলাতো আহলে হুদাইবিয়ার সাথে খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা করেছেন, অথচ এই মুনাফিকরা চায় যে, হুদাইবিয়ায় হাযির না হয়েও তারা আল্লাহর ওয়াদাকৃত গানীমাত প্রাপ্ত হবে । ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন । (তাবারী ২২/২১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও : তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা । আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন । আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন যে, তারা তখন বলবে :

بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۖ তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ । তোমাদের উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে গানীমাতের অংশ না দেয়া । আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন :

بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন বোধশক্তি নেই ।

১৬। যে সব আরাব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল : তোমরা আহুত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে । তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন । আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে মর্মভেদ শাস্তি দিবেন ।

۱۶. قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

১৭। অন্ধের জন্য, খঞ্জে-
র জন্য, রুগ্নের জন্য কোনো
অপরাধ নেই। এবং যে কেহ
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের
আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে
দাখিল করবেন জান্নাতে, যার
নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু
যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে
তিনি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি
দিবেন।

۱۷. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا
عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ
يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে আরও জিহাদ হবে
এবং এর মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যাবে যে, কে কত বড়
ঈমানদার অথবা মুনাফিক

যেসব মরুভাসী বেদুঈন জিহাদ হতে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদেরকে যে এক
প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল তারা কোন্
জাতি ছিল এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের বিভিন্ন
জন বিভিন্ন উক্তি করেছেন।

কেহ বলেন যে, তারা হল যুদ্ধ বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন
সম্প্রদায়। সুবাহ (রহঃ) আবু বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর
(রহঃ) হতে অথবা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে অথবা তাদের উভয় হতে বর্ণনা করেন
যে, তারা হল হাওয়াযিন গোত্রের লোক। (তাবারী ২২/২২০) হুশাইমও (রহঃ)
আবু বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ)
হতে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/২২০) অন্য এক বর্ণনায়
কাতাদাহও (রহঃ) তার থেকে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা হল সাকিফ গোত্রের লোক। যাহহাক
(রহঃ) এরূপ বলেছেন।

তৃতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা বানু হানিফা গোত্রের লোক। যুআইবির (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন, যেমনটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকমিরাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। (তাবারী ২২/২২০)

চতুর্থ মতামতে বলা হয়েছে যে, আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তারা হল পারস্যবাসী। ‘আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) এ মতামতকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২২/২১৯, কুরতুবী ১৬/২৭২)

কা’ব আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, তারা হল রোমানরা। (তাবারী ২২/২২১) অন্য দিকে ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় তার থেকে বলেন যে, তারা হল রোমান এবং পারস্যবাসী। (তাবারী ২২/২১৯) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন যে, তারা হল মূর্তি পূজক। (দুররুল মানসুর ৭/৫২০) অন্য বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা যুদ্ধে নিপুণ ছিল এবং এ বিষয়ে সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়নি। শেষের ব্যাখ্যাটিকেই ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হল এবং এই হুকুম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তাদের উপর জয়ী হও অথবা তারা আত্মসমর্পণ করে। মহান আল্লাহর উক্তি :

فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন অথবা তারা যুদ্ধ না করেই ইসলাম কবুল করে নিবে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا আর যদি তোমরা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার ব্যাপারে যেমন তোমরা ভীর্ণতা প্রদর্শন করে গৃহে রয়ে গিয়েছিলে, নাবী ও সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে অংশগ্রহণ করনি, তেমনই যদি এখনও কর তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

জিহাদে অংশ নিতে না পারার গ্রহণযোগ্য কারণ

এরপর জিহাদকে ছেড়ে দেয়ার সঠিক ওয়রের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ‘অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য এবং রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই।’ এখানে আল্লাহ তা‘আলা দুই প্রকারের ওয়রের বর্ণনা দিয়েছেন। (এক) সদা বিদ্যমান ওয়র এবং তা হল অন্ধত্ব ও খোঁড়ামী। (দুই) অস্থায়ী ওয়র, এবং তা হল রুগ্নতা। এটা কিছু দিন থাকে এবং পরে দূর হয়ে যায়। সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তিদের ওয়রও গ্রহণযোগ্য হবে যতদিন তারা রুগ্ন থাকে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাদের ওয়র আর গৃহীত হবেনা। এবার আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যে কেহ (যুদ্ধের নির্দেশ পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।

وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মভ্ৰদ শাস্তি প্রদান করবেন। দুনিয়ায়ও সে লাঞ্ছিত হবে এবং আখিরাতেও তার দুঃখের কোন সীমা থাকবেনা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৮। মু‘মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সম্বন্ধিত হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

১৮. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

১৯। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ
লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত
করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী,
প্রজ্ঞাময়।

۱۹. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

রিয়ওয়ানের চুক্তিতে অংশ নেয়া

মুসলিমের প্রতি আল্লাহর সম্ভ্রুতি এবং ‘ফাই’ প্রাপ্তির সুখবর

আল্লাহ তা‘আলা এখানে বর্ণনা করছেন যে, যারা গাছের নিচে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন তাদের প্রতি তিনি সম্ভ্রুত। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এই বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের নীচে এই বাইআত কার্য সম্পাদিত হয়েছিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তারিক (রহঃ) হতে, তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার হাজ্জ করতে গিয়ে দেখতে পান যে, কতগুলি লোক এক জায়গায় সালাত আদায় করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : এটা কোন্ মাসজিদ? তারা উত্তরে বলে : এটা ঐ বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। আবদুর রাহমান (রহঃ) ফিরে এসে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবকে (রহঃ) ঘটনাটি বলেন। তখন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন : আমার পিতাও এই বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পর বছর তারা সেখানে গমন করেন। কিন্তু তারা সবাই বাইআত গ্রহণের স্থানটি ভুলে যান। তারা ঐ গাছটিও দেখতে পাননি। অতঃপর সাঈদ (রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ, যারা নিজেরা বাইআত করেছেন, তারাই ঐ জায়গাটি চিনতে পারেননি, আর তোমরা চিনে ফেললে! তাহলে তোমরাই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ হতে ভাল হয়ে গেলে! (ফাতহুল বারী ৭/৫১২) মহান আল্লাহ বলেন :

مَّا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْلَمُوا তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা, ওয়াদা পালনের সদিচ্ছা এবং আনুগত্যের অভ্যাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا সূতরাং তিনি তাদের অন্তরে

প্রশান্তি দান করলেন এবং আসন্ন বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। এ বিজয় হল ঐ সন্ধি যা হুদাইবিয়া প্রান্তরে হয়েছিল। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ সাধারণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন এবং এর পরপরই খাইবার বিজিত হয়েছিল। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যে মাক্কাও বিজিত হয় এবং এরপর অন্যান্য দুর্গ ও অঞ্চল বিজিত হতে থাকে এবং মুসলিমরা ঐ মর্যাদা, সাহায্য, বিজয়, সফলতা এবং উচ্চাঙ্গ লাভ করেন যা দেখে সারা বিশ্ব বিস্ময়াবিভূত, স্তম্ভিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا এবং বিপুল পরিমাণ

যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২০। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের হতে মানুষের হস্ত নিবারণিত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং এটা মু‘মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে।

২০. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

২১। আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২১. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

<p>২২। কাফিরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতনা।</p>	<p>۲۲. وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا</p>
<p>২৩। ইহাই আল্লাহর বিধান, প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহর এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।</p>	<p>۲۳. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا</p>
<p>২৪। তিনি মাঝা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।</p>	<p>۲۴. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا</p>

যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে সুখবর

تَاْخُذُوْنَهَا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُوْنَهَا আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের এবং পরবর্তী সব যুগেরই গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে। هَذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ

গানীমাত দ্বারা খাইবারের বিজয় লাভ বলেছেন। (তাবারী ২২/২৩০)

আল আউফী (রহঃ) বলেন, **هَذِهِ لَكُمْ فَعَجَلْ** দ্বারা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন হুদাইবিয়াহর সন্ধি উদ্দেশ্য। (তাবারী ২২/২৩০)

وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ আল্লাহ তা'আলার এটিও একটি অনুগ্রহ যে, তিনি কাফিরদের মন্দ বাসনা পূর্ণ হতে দেননি, না তিনি মাক্কার কাফিরদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং না তিনি ঐ মুনাফিকদের মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়ে গিয়েছিল। তারা মুসলিমদের উপর না আক্রমণ চালাতে পেরেছে, আর না তাদের সন্তানদেরকে শাসন-গর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

وَلَتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ এটা এ জন্য যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে প্রকৃত রক্ষক ও সাহায্যকারী এ শিক্ষা যেন মুসলিমরা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তারা যেন শত্রু সংখ্যার আধিক্য ও নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তারা যেন এ বিশ্বাসও রাখে যে, প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবগত রয়েছেন। বান্দাদের জন্য এটাই উত্তম পন্থা যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে এবং এতেই যে তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে এ বিশ্বাস রাখবে, যদিও আল্লাহর ঐ নির্দেশ বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বভাব-বিরুদ্ধ রূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

বক্তৃতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৬)

মহান আল্লাহর উক্তি : **وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا** আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কারণে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং গানীমাত ও বিজয় ইত্যাদিও দান করেন, যা তাদের সাধ্যের বাইরে।

কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত মুসলিমদের বিজয় লাভের সুখবর

আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তিনি স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের জন্য কঠিন কাজ সহজ করে দিবেন।

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرًا তাই তিনি বলেন : আরও বহু বিজয় ও সম্পদ আছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি আল্লাহভীরু মু'মিন বান্দাদেরকে এমন জায়গা হতে রুখী দান করেন যা তারা ধারণাও করতে পারেনা।

বিভিন্ন তাফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এই গানীমাত দ্বারা খাইবারের গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে যার ওয়াদা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় করা হয়েছিল, নাকি এর দ্বারা মাক্কা বিজয় বা পারস্য ও রোমের সম্পদকে বুঝানো হয়েছে, কিংবা এর দ্বারা ঐ সমুদয় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলি কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমরা লাভ করতে থাকবে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইবন আব্বাসের (রাঃ) মতে এখানে খাইবার বিজয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) পরবর্তী আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যাটিই সঠিক বলে মনে হবে। বলা হয়েছে :

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرًا আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। এখানে হুদাইবিয়ার চুক্তির কথা বলা হয়েছে। যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ এরূপ অভিমত পোষণ করতেন। (তাবারী ২৩/২৩৩, ২৩৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কুরআনের এই আয়াতাংশে মাক্কা বিজয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/২৩৪) ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে এ আয়াতে পারস্য এবং রোম বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) তবে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমদের হাতে যত বিজয় লাভ হবে এবং গানীমাত হস্তগত হবে তার সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) আবু দাউদ তায়ালিসী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, وَاُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا

عَلَيْهَا আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে - এ আয়াতের ব্যাখ্যায়

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তা হল ঐ বিজয়সমূহ যা আজও হতে রয়েছে।
(তাবারী ২২/২৩৩)

হুদাইবিয়ায় অংশ নেয়া মুসলিমদের সাথে

মাক্কাবাসীরা যুদ্ধ করলে আল্লাহ তাদের পরাজিত করতেন

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

কাফিরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতনা। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শুভসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তাদের কাফিরদেরকে ভয় করা ঠিক নয়। কেননা তারা যদি মুসলিমদের সাথে মুকাবিলা করতে আসে তাহলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা। কারণ এটা হবে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

আল্লাহর বিধান ও নীতি এটাই যে, যখন কাফির ও মু'মিনদের মধ্যে মুকাবিলা হয় তখন তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেন ও মিথ্যাকে দাবিয়ে দেন। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। অথচ কাফিরদের সংখ্যা ছিল মু'মিনদের সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি এবং তাদের যুদ্ধাস্ত্রও ছিল বহু গুণ বেশি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ

তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহের কথাও ভুলে যেওনা যে, তিনি মাক্কা উপত্যকায় মুশরিকদের হাত তোমাদের হতে নিবারিত করেন এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। অর্থাৎ তিনি মুশরিকদের হাত তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি, তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করেনি। আবার তোমাদেরকেও তিনি মাসজিদে হারামের পাশে যুদ্ধ করা হতে ফিরিয়ে রাখেন এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। এটা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই উত্তম। এই সূরারই তাফসীরে সালামাহ

তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মভেদ শাস্তি দিতাম।

تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ
فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ
لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ
يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

২৬। যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

۲۶. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ
التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

হুদাইবিয়ার চুক্তির ফলে যা লাভ হয়েছিল

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ

يَبْلُغَ مُحَلَّهُ আরাবের মুশরিক কুরাইশরা এবং যারা তাদের সাথে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলো কুফরীর উপর রয়েছে। তারাই মু‘মিনদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করেছিল, অথচ এই মু‘মিনরাই কা‘বার জিয়ারাতের অধিকতর হকদার ও যোগ্য ছিল। অতঃপর তাদের ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতা তাদেরকে এত দূর অন্ধ করে রেখেছিল যে, আল্লাহর পথে কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌছাতেও বাধা দিয়েছিল। এই কুরবানীর পশুগুলো সংখ্যায় সত্তরটি ছিল। সত্তরই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ ه ه فَتَصِيكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَغِيرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ মু‘মিনগণ! আমি যে তোমাদেরকে মাক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিনি এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য এই ছিল যে, এখনও কতক দুর্বল মুসলিম মাক্কায় রয়েছে যারা এই যালিমদের কারণে না তাদের ঈমান প্রকাশ করতে পারছে, না হিজরাত করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হচ্ছে এবং না তোমরা তাদেরকে চেনো বা জান। সুতরাং যদি হঠাৎ করে তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হত এবং তোমরা মাক্কাবাসীর উপর আক্রমণ চালাতে তাহলে ঐ খাঁটি ও পাকা মুসলিমরাও তোমাদের হাতে শহীদ হয়ে যেত। ফলে তোমরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে। তাই এই কাফিরদের শাস্তিকে আল্লাহ কিছু বিলম্বিত করলেন যাতে ঐ দুর্বল মু‘মিনরাও মুক্তি পেয়ে যায় এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান রয়েছে তারাও ঈমান এনে ধন্য হতে পারে।

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا যদি তারা পৃথক হত তাহলে আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে মর্মস্বেদ শাস্তি প্রদান করতাম। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, এই অহমিকার বশবর্তী হয়েই তারা সন্ধিপত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে

অস্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে রাসূলুল্লাহ কথাটি যোগ করতেও অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু‘মিনদের অন্তর খুলে দেন এবং তাঁদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন, আর তাঁদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করেন অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমার উপর তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। মুজাহিদ (রহঃ) এখানে তাকওয়ার অর্থ করেছেন সততা/আন্তরিকতা। (তাবারী ২২/২৫৫)

‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন : কারও অধিকার নেই যে, সে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। (তাবারী ২২/২৫৫) ইউনুস ইব্ন বুকাইর (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন ইসহাক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি মিসওয়ার (রহঃ) হতে **كَلِمَةَ التَّقْوَى** এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন - এর ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, তা হল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক না করা।

হুদাইবিয়াহ চুক্তি বিষয়ক হাদীসসমূহ

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে মিসওয়ার আল মাখরামাহ (রাঃ) এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রহঃ) হতে, যারা একে অন্যের বর্ণনা সত্যায়িত করেছেন, তারা বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কয়েক শত সাহাবীসহ হুদাইবিয়াহর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। যুল হুলাইফা পৌঁছে তাদের সাথে থাকা কুরবানীর পশুগুলিকে চিহ্নিত করেন, মালা পরিধান করান এবং নিজেরা উমরাহ করার উদ্দেশে ইহরামের কাপড় পরিধান করেন। অতঃপর তিনি খুযাআহ গোত্রের কিছু লোককে বার্তা বহন করে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং নিজেরাও অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি যখন আল আসতাত নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তাঁর বার্তা বাহকেরা তাঁর সাথে একত্রিত হয় এবং তাঁদেরকে বলে : কুরাইশরা আপনাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সেখানে আহাবিশ গোত্রের লোকেরাও রয়েছে। তাদের ইচ্ছা হল আপনার সাথে যুদ্ধ করা, আপনাকে থামিয়ে দেয়া এবং উমরাহ করতে বাধা দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

হে আমার সাহাবীবৃন্দ! তোমরা কি মনে কর যে, যারা আমাদেরকে কা’বা ঘরে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে তাদের এবং তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আমাদের

আক্রমণ চালানো উচিত?

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা কি মনে কর যে, যারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করছে তাদের পরিবারবর্গকে আমাদের আক্রমণ করা উচিত? তারা যদি আমাদের বাধা দিতে আসে তাহলে ঐ মুশরিক বাহিনীকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করে ফেলবেন অথবা আমরা তাদেরকে চরম দুর্দশায় ফেলে দিব।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তারা যেখানে জমায়েত হয়ে আছে সেখানেই যদি তারা অবস্থান করে তাহলে তা হবে তাদের মনস্তাপ, দিশেহারা এবং বিপর্যয়ের কারণ। তারা তাদের পরিবারকে রক্ষা করতে চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ঘাড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করবেন। অতএব আমরা কি কা’বা ঘরের দিকে অগ্রসর হব এবং কেহ যদি আমাদেরকে ওখানে পৌঁছতে বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করব?

আবু বাকর (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনারতো কা’বা ঘরে তাওয়াফ করাই উদ্দেশ্য, কেহকে হত্যা করা কিংবা কারও সাথে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। অতএব কা’বা ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। যদি কেহ এ ব্যাপারে আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আবু বাকর (রাঃ) বলেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানেন যে, উমরাহ করার উদ্দেশে আমরা এখানে এসেছি, কারও সাথে লড়াই করার জন্য নয়। সুতরাং কেহ যদি কা’বা ঘরে পৌঁছতে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার সাথে লড়াই করব। রাসূল (সাঃ) বললেন : তাহলে আপনারা এগিয়ে চলুন। অন্য বর্ণনায় আছে : তাহলে আল্লাহ সুবহানাহুর নাম নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন।

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুরাইশদের সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব তোমরা ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে যাও।

খালিদ (রাঃ) এ খবর জানতে পারলেননা, যতক্ষণ না মুসলিম বাহিনীর পদযাত্রার ফলে ধূলি ধূসরিত বায়ু তার নিকট পৌঁছে। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সানিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন। খালিদের (রাঃ) সেনাবাহিনী যখন দেখল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ পরিবর্তন করেছেন তখন তারা তাড়াতাড়ি কুরাইশদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এ খবর অবহিত করল।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সানিয়াতুল মিরারে পৌঁছেন তখন তাঁর উষ্ট্রীটি বসে পড়ে। জনগণ তাদের সাধ্য মত উষ্ট্রীটিকে উঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হলনা। তাই তারা বলতে লাগল : কাসওয়া একগুঁয়েমী করছে, কাসওয়া একগুঁয়েমী করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন : আমার এ উষ্ট্রী একগুঁয়েমীও করছেন! এবং ওর বসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই। ওকে ঐ আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি (কা’বায় যাওয়া হতে) হাতীগুলোকে আটকে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন :

ঐ আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জেনে রেখ যে, আজ কুরাইশরা আমার কাছে যা কিছু চাবে আমি তাদেরকে তা দিব যদি তা আল্লাহ সুবহানাহুর বিধি-বিধানের আওতার মধ্যে থাকে।

রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীটিকে ভর্ৎসনা করলেন এবং উষ্ট্রীটি তখন উঠে দাঁড়ালো। অতঃপর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করলেন এবং হুদাইবিয়ার দূরতম প্রান্তে পৌঁছে তাঁর উষ্ট্রী থেকে অবতরণ করেন। সেখানে একটি কূপ ছিল যাতে পানি ছিল খুবই সামান্য পরিমাণ। সাহাবীগণের তা ব্যবহার করার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে তারা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তৃণ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং তা ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কি মহিমা! কূপের পানি তখন ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল এবং গতি প্রবাহের সৃষ্টি হল। ফলে সাহাবীগণ তৃপ্তিসহকারে আকণ্ঠ পানি পান করে তাদের তৃষ্ণা মিটালেন।

এমতাবস্থায় বুদাইল ইব্ন ওয়ারকা আল খুযাই তার খুযাআ গোত্রের কিছু লোকসহ সেখানে উপস্থিত হয়। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করত এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন করতনা। তারা ছিল তিহামা এলাকার লোক। বুদাইল বলল : আমি কা’ব ইব্ন লুআই এবং আমির ইব্ন লুআইকে পিছনে ফেলে রেখে এসেছি যারা হুদাইবিয়াহর ঐ প্রান্তে অবস্থান করছে যেখানে প্রচুর পানি রয়েছে। তাদের কাছে আরও আছে অনেকগুলি দুধেল উষ্ট্রী। তারা আপনার সাথে লড়াই করতে চায় এবং কা’বা ঘরের তাওয়াফ করায় বাধা দিতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

আমরা এখানে কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, উমরাহ করা আমাদের উদ্দেশ্য। সন্দেহ নেই যে, কুরাইশদেরকে যুদ্ধ দুর্বল করে ফেলেছে এবং তাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমরা তাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করতে পারি যে, চুক্তিবদ্ধ সময়ে আমার কিংবা অন্যান্য লোকদের বিষয়ে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে তারা বিরত থাকবে। আমি যদি ঐ সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি তাহলে কুরাইশদের জন্য ঐ সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকবে যে, তারাও চাইলে অন্যান্যদের মত ইসলাম কবুল করবে। আর পরে তারা যুদ্ধ করতে চাইলে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য প্রচুর সময়ও পাবে। কিন্তু যদি তারা শান্তি চুক্তি করতে রাযী না থাকে তাহলে ঐ আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আমি মারা যাই। কিন্তু (আমি নিশ্চিত যে) আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তাঁর দীনকে সমুন্নত রাখবেন।

বুদাইল বলল : আপনি যা বললেন তা আমি তাদেরকে অবহিত করব। সুতরাং সে ঐ স্থান ত্যাগ করল এবং কুরাইশদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে বলল : আমি ঐ ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু কথাও শুনেছি। এখন আমি সেই কথাগুলি তোমাদের কাছে বলতে চাই, যদি তোমরা তা শুনে আশ্রয় নেন। এ কথা শুনে কুরাইশদের কিছু মূর্খ লোক চোঁচামেচি করতে শুরু করল। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর ব্যাপারে কোন তথ্য তাদের জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ছিল তারা বলল : তুমি তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছ তা আমাদেরকে বল। অতঃপর বুদাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছিল তা বিস্তারিত বর্ণনা করল।

উরওয়া ইবন মাসউদ দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল : হে লোকসকল! তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও? তারা বলল : হ্যাঁ। সে আবার বলল : আমি কি তোমাদের পিতৃ তুল্য নই? তারা এবারও বলল : হ্যাঁ। সে তখন বলল : তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল : না। সে বলল : তোমাদের কি মনে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি উকায এলাকাবাসীকে আহ্বান করেছিলাম, কিন্তু তারা তোমাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। তখন আমি আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং যারা আমাকে মেনে চলত তাদের সবাইকে নিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলাম? তারা বলল : হ্যাঁ। তখন সে বলল : তোমাদের কথা শুনে আমি খুশি ছিলাম। এবার শোন! ঐ লোকটি তোমাদের কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে তা একটি গ্রহণযোগ্য ও উত্তম প্রস্তাব,

তোমাদের জন্য উচিত হবে এটি গ্রহণ করা এবং তোমরা চাইলে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে পারি। তারা বলল : হ্যাঁ, আপনি তাই করুন। তখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার জন্য রওয়ানা দিল।

তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হলে তাঁর কাছ থেকে ঐ জবাবই শুনল যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। তখন সে তাঁকে বলল : শুনুন জনাব, দু’টি ব্যাপার রয়েছে, হয়তো আপনি বিজয়ী হবেন এবং তারা (কুরাইশরা) পরাজিত হবে, নয়তো তারাই বিজয়ী হবে এবং আপনি হবেন পরাজিত। যদি প্রথম ব্যাপারটি ঘটে অর্থাৎ আপনি বিজয় লাভ করেন এবং তারা হয় পরাজিত, তাতেই বা কি হবে? তারাতো আপনারই কাওম। আর আপনি কি এটা কখনও শুনেছেন যে, কেহ তার কাওমকে ধ্বংস করেছে? আর যদি দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটে যায় অর্থাৎ আপনি হন পরাজিত এবং তারা হয় বিজয়ী তাহলেতো আমার মনে হয় যে, আজ যে সমস্ত মর্যাদাহীন লোকেরা আপনার পাশে রয়েছে তারা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালাবে।

ঐ সময় আবু বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসেছিলেন। তিনি চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলেন : যাও, ‘লাত’ এর (দেবী) স্তন চুষতে থাক! তুমি কি মনে কর যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে পালাব? উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল : এটা কে? তিনি উত্তরে বললেন : এটা আবু কুহাফার পুত্র। উরওয়া তখন আবু বাকরকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলল : যদি পূর্বে আমার উপর তোমার অনুগ্রহ না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে এর সমুচিত শিক্ষা দিতাম! এরপর আরও কিছু বলার জন্য উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি স্পর্শ করল। মুগীরা ইব্ন শু’বা সেখানে মাথায় হেলমেট এবং হাতে খোলা তরবারীসহ রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি উরওয়ার এ বেআদবী সহ্য করতে পারলেননা। তার হাতে থাকা তরবারীর বাট দ্বারা তার হাতে আঘাত করে বললেন : তোমার হাত দূরে রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ স্পর্শ করনা। উরওয়া তখন তাঁকে বলল : তুমি বড়ই ককর্শভাষী ও বাঁকা লোক। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন। উরওয়া জিজ্ঞেস করল : এটা কে? উত্তরে তিনি বললেন : এটা তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুগীরা ইব্ন শু’বা (রাঃ)। উরওয়া তখন মুগীরাকে (রাঃ) বলল : তুমি বিশ্বাসঘাতক।

ঘটনা এই যে, অজ্ঞতার যুগে মুগীরা (রাঃ) কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মাল-ধন নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হন এবং ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : তোমার ইসলাম আমি মঞ্জুর করলাম বটে, কিন্তু এই সম্পদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। উরওয়া এখানে এ দৃশ্যও দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থুথু ফেললে কোন না কোন সাহাবী তা হাতে ধরে নেন এবং তা তাদের শরীরে অথবা মুখমন্ডলে মেখে নেন। তাঁর ঠোট নড়া মাত্রই তাঁর আদেশ পালনের জন্য একে অপরের আগে বেড়ে যান। তিনি যখন অযু করেন তখন অযুর বাকি পানি গ্রহণ করার জন্য সাহাবীগণ কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন। তারা যখন তাঁর সাথে কথা বলেন তখন নিম্ন স্বরে বলেন যে, শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায়না। তাঁকে তারা এমন সম্মান করেন যে, তাঁর চেহারা মুবারকের দিকেও তারা বেশীক্ষণ তাকাননা। বরং অত্যন্ত আদবের সাথে চক্ষু নীচু করে বসে থাকেন। উরওয়া কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে এই অবস্থার কথাই তাদেরকে শুনিয়ে দেয়।

উরওয়া কুরাইশদেরকে আরও বলে : হে কুরায়েশের দল! আমি পারস্য সম্রাট কিসরার (সিজারের) এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি ঐ সম্রাটদেরও ঐরূপ সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি যেক্ষণ মর্যাদা ও সম্মান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখলাম। তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) তাঁর যে সম্মান করেন এর চেয়ে বেশি সম্মান করা অসম্ভব। আল্লাহর শপথ! যখন তিনি থুথু নিক্ষেপ করেন তখন তা মাটিতে পড়ার আগেই ওটা তারা তাদের হাতে নিয়ে নেয় এবং তা তাদের মুখমন্ডল এবং শরীরে মুছে নেয়। তিনি যদি কোন কিছু আদেশ করেন তাহলে সাথে সাথে তা পালিত হয়। তিনি যখন অযু করেন অন্যেরা তখন অযুর বাকি পানি নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে। তারা যখন তাঁর সাথে কথা বলে তখন অতি নিচু স্বরে কথা বলে এবং শ্রদ্ধার কারণে তাঁর দিকে কেহ এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকেনা। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রস্তাব মেনে নাও।

কিনানা গোত্রের এক লোক বলল : তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। তারা তাকে অনুমতি দিল। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন :

সে হল অমুক গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর উটকে সম্মান করে। তোমরা তোমাদের কুরবানীর উটগুলিকে তার সামনে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা

কুরবানীর পশুগুলিকে তার কাছে নিয়ে এলো এবং ‘লাব্বাইক’ পাঠ করতে করতে তাকে অভিনন্দন জানালো। এ দৃশ্য দেখে সে বলল : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! এ লোকদেরকে কা’বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দেয়া ঠিক হবেনা। সে তার লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল : আমি তাদের কাছে কুরবানীর উটগুলিকে চিহ্নিত করা এবং মালা পরিধান করানো অবস্থায় দেখেছি। আমি মনে করিনা যে, তাদেরকে কা’বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দিতে উপদেশ দেয়া কারও জন্য উচিত হবে। অন্য এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে অনুমতি চাইল। তার নাম ছিল মিকরায। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে বললেন :

ঐ দেখ, কলুষিত ও পাপাচারী মিকরায আসছে। তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলছিলেন তখন সুহাইল ইব্ন আমর সেখানে উপস্থিত হয়।

মা’মার (রহঃ) বলেন : আইউব (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, সুহাইল ইব্ন আমর সেখানে উপস্থিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এখন তোমাদের ব্যাপারটি সহজ হবে।

মা’মার (রহঃ) বলেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন : সুহাইল ইব্ন আমর এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল : আসুন, আমরা একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্ন আবী তালিবকে (রাঃ) ডেকে পাঠান এবং তাকে বললেন : লিখ আল্লাহর নামে যিনি রাহমান এবং যিনি রাহীম (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) সুহাইল ইব্ন আমর বলল : আল্লাহর শপথ! আমরা জানিনা, আর রাহমান বলতে কি বুঝাচ্ছেন। বরং পূর্বে যেমন আপনারা লিখতেন : হে আল্লাহ! তোমার নামে - অনুরূপ লিখুন। তখন মুসলিমরা বললেন : আল্লাহর শপথ! বিসমিল্লাহ ছাড়া আমরা অন্য কিছু লিখবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : লিখ, হে আল্লাহ! তোমার নামে (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ) অতঃপর তিনি লিখতে বললেন : এই শান্তি চুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। (هَذَا)

(مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)

সুহাইল বলল : আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে

জানতাম তাহলে নিশ্চয়ই কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে আপনাকে বাধা দিতামনা এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতামনা। সুতরাং লিখুন আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমার লোকেরা আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস করেনা, লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।

এরপর যুহরী (রহঃ) আরও বলেন : এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেয়া শর্তগুলি মেনে নিলেন, যেহেতু তিনি আগেই বলেছিলেন যে, তিনি তাদের সমস্ত শর্তই মেনে নিবেন যদি তা আল্লাহ প্রদত্ত দীনের বিধি-বিধানের বাইরে না হয়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলকে বললেন :

তোমাদের সাথে এই শর্ত থাকল যে, তোমরা আমাদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে দিবে। সুহাইল বলল : আল্লাহর শপথ! আমরা এখন তা হতে দিতে পারিনা। তাহলে আরাবরা মনে করবে যে, আমরা আপনাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছি। তবে আগামী বছর আপনাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা'ই লিখতে বললেন। অতঃপর সুহাইল বলল : এই শর্তের ভিতর আরও যোগ করতে হবে যে, আমাদের কাছ থেকে যদি কেহ আপনাদের কাছে চলে যায় তাহলে আপনারা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন, তা সে যদি আপনাদের ধর্ম কবূল করে তবুও। এ কথায় মুসলিমগণ প্রতিবাদ করলেন। তারা বললেন : সুবহানাল্লাহ! কোন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর কি করে তাকে কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে? তাদের এই কথোপকথনের মাঝে সুহাইলের ছেলে আবু জানদাল ইবন সুহাইল ইবন আমর (রাঃ) পায়ে শিকলের বেড়ি পড়া অবস্থায় অনেক কষ্টে মুসলিমদের কাছে পৌঁছে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুহাইল তখন বলল : হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথে শান্তি চুক্তির এটাই হল প্রধান শর্ত। সুতরাং আবু জানদালকে (রাঃ) আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

এখনওতো শান্তি চুক্তি সম্পাদন চূড়ান্ত হয়নি। সুহাইল বলল : আল্লাহর শপথ! তাহলে আমরা আপনার সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলকে বললেন : তুমি তাকে আমাকে দিয়ে দাও। এর উত্তরে সুহাইল বলল : আমি কখনও তাকে আপনার কাছে রেখে যাবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : হ্যাঁ তুমি অবশ্যই তাকে রেখে যাবে। সুহাইল বলল : কখনও না। মিকরায বলল : আমরা আপনার কাছে তার

থাকার অনুমতি দিব। আবু জানদাল (রাঃ) বললেন : হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি মুসলিম হয়ে তোমাদের কাছে চলে আসার পরেও তোমরা কি আমাকে কাফিরদের হাতে তুলে দিবে? তোমরা কি দেখছনা যে, কিভাবে আমার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে? আল্লাহ সুবহানাহ্ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনার কারণে আবু জানদালকে (রাঃ) কঠিন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম : আপনি কি সত্যি আল্লাহর রাসূল নন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন : আমাদের দাবী কি সঠিক নয় এবং কাফিরদের দাবী কি অসত্য নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উমার (রাঃ) বললেন : তাহলে আমরা কেন ধর্ম বিষয়ে আপোষ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁর আদেশ অমান্য করিনা, তিনি আমাকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। উমার (রাঃ) বললেন : আপনি কি বলেননি যে, আমরা কা’বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি আপনাদেরকে এ কথা বলেছি যে, এ বছরই কা’বা ঘরের তাওয়াফ করব? উমার (রাঃ) বললেন : না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : সুতরাং জেনে রাখুন, আপনারা কা’বার যিয়ারাত করবেন এবং তাওয়াফও করবেন।

উমার (রাঃ) বললেন : অতঃপর আমি আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাই এবং তাকে বলি : হে আবু বাকর! তিনি কি সত্যি আল্লাহর রাসূল নন? আবু বাকর (রাঃ) উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন : আমাদের দাবী কি মহৎ নয় এবং কাফিরদের দাবী কি মিথ্যা নয়? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন : তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে কাফিরদের কাছে নতি স্বীকার করব? তিনি বললেন : ওহে উমার! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করেননা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে জয়যুক্ত করবেন। অতএব তাঁর কথা মেনে চলুন। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সঠিক পথে আছেন। উমার (রাঃ) তাকে আরও বললেন : তিনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা কা’বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? আবু বাকর (রাঃ) বললেন : হ্যাঁ বলেছিলেন, তবে তিনি কি এ কথা বলেছিলেন যে, এ বছরই আপনারা কা’বা ঘরের তাওয়াফ করবেন? উমার (রাঃ) বললেন : না। তিনি বললেন : আপনারা কা’বা ঘরে যেতে পারবেন এবং তাওয়াফও করবেন।

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) বলেন : তাদেরকে বার বার প্রশ্ন করার কারণে আমি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাবার উদ্দেশে অনেক ভাল কাজ করতে থেকেছি।

শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন : তোমরা উঠ, তোমাদের কাছে থাকা পশু কুরবানী কর এবং তোমাদের মাথা মুন্ডন কর। আল্লাহর শপথ! তারা কেহই উঠে দাঁড়ালেননা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা তিনবার বললেন।

কিন্তু তাদের কেহই উঠে দাঁড়ালেননা। তখন তিনি তাদেরকে ওখানে রেখে উম্মে সালামাহর (রাঃ) কাছে চলে গেলেন এবং তাকে তাঁর প্রতি সাহাবীগণের আচরণের কথা ব্যক্ত করলেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি তাদের দ্বারা আপনার আদেশ পালন করাতে চান? তাহলে তাদের কেহকে কিছু না বলে আপনি আপনার কুরবানীর পশু যবাহ করুন এবং নাপিত ডেকে আপনার মাথা মুন্ডন করতে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কেহকে কিছু না বলে উম্মে সালামাহর (রাঃ) পরামর্শ অনুযায়ী পশু কুরবানী করলেন এবং মাথা মুন্ডন করালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের পশু কুরবানী করলেন এবং একজনের পর একজন মাথা মুন্ডন করতে থাকলেন। তাদের অবস্থা শোকে/দুঃখে এমন বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে, তারা একজন যেন অপরজনকে হত্যা করে ফেলবে। ঐ সময় কিছু মু’মিনা নারী ওখানে আগমন করেন যে বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা নাযিল করেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مِهْجِرَتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۚ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَنِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاَتَوْهُنَّ مَا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

হে মু’মিনগণ! তোমাদের নিকট মু’মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু’মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা। মু’মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা

মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবেনা, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ১০)

তখন উমার (রাঃ) তার দু'জন স্ত্রীকে তালাক দেন যারা ছিল কাফির। পরে তাদের একজনকে মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রাঃ) এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) বিয়ে করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান হতে প্রস্থান করে মাদীনায় চলে আসেন। আবু বাসীর (রাঃ) নামক একজন কুরাইশী, যিনি মুসলিম ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি মাক্কা হতে পলায়ন করে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে যান। এর পরপরই দু'জন কাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আরয করে : চুক্তি অনুযায়ী এ লোকটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আমরা কুরাইশদের প্রেরিত দূত। আবু বাসীরকে (রাঃ) ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমরা এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আচ্ছা, ঠিক আছে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং তিনি আবু বাসীরকে (রাঃ) তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। তারা দু'জন তাঁকে নিয়ে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। যখন তারা যুলহলাইফা নামক স্থানে পৌঁছল তখন তাদের সাথে থাকা কিছু খেজুর খাওয়ার জন্য তারা সওয়ারী হতে অবতরণ করে। আবু বাসীর (রাঃ) তাদের একজনকে বললেন : তোমার তরবারীখানা খুবই উত্তম। উত্তরে লোকটি বলল : হ্যাঁ, উত্তমতো বটেই। ভাল লোহা দ্বারা এটা তৈরী। আমি বারবার এটাকে পরীক্ষা করেছি। এর ধার খুবই তীক্ষ্ণ। আবু বাসীর (রাঃ) তাকে বললেন : আমাকে ওটা একটু দাও তো, ওর ধার পরীক্ষা করে দেখি। সে তখন তরবারীটা আবু বাসীরের (রাঃ) হাতে দিল। হাতে নেয়া মাত্রই তিনি ঐ কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে দৌড় দিল এবং একেবারে মাদীনার মাসজিদে পৌঁছে নিশ্বাস ছাড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখেই বললেন :

লোকটি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। সে ভয়াবহ কোন দৃশ্য দেখেছে। ইতোমধ্যে সে কাছে এসে পড়ল এবং বলতে লাগল : আল্লাহর শপথ! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও প্রায় নিহত হতে চলেছিলাম। দেখুন, ঐ যে সে আসছে। আবু বাসীরকে (রাঃ) দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তার মা ধ্বংস হোক। যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন যোগানোর জন্য

সে কত বড় সাংঘাতিক কাজ করেছে।

আবু বাসীর (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাকে ঐ কুরাইশ কাফিরের হাতেই তুলে দিবেন। তাই তিনি মাদীনা হতে বিদায় হয়ে গেলেন এবং দ্রুত পায়ে সমুদ্রের তীরের দিকে চললেন। সমুদ্রের তীরেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। এ খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আবু জানদাল (রাঃ), যাকে এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সুযোগ পেয়ে মাক্কা হতে পালিয়ে আসেন এবং সরাসরি আবু বাসীরের (রাঃ) নিকট চলে যান। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যে কেহই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনিই সরাসরি আবু বাসীরের (রাঃ) কাছে চলে আসতেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের একটি দল হয়ে যায়। তখন তারা এ কাজ শুরু করেন যে, কুরাইশদের যে বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে আসত, এ দলটি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতেন। ফলে তাদের কেহ কেহ নিহতও হত এবং তাদের মালধন এই মুহাজির মুসলিমদের হাতে আসত। শেষ পর্যন্ত মাক্কার কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে দেয়। তারা বলে : হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দয়া করে সমুদ্রের তীরবর্তী ঐ লোকদেরকে মাদীনায় ডাকিয়ে নিন। আমরা তাদের দ্বারা খুবই উৎপীড়িত হচ্ছি। তাদের মধ্যে যে কেহ আপনার কাছে আসবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমরা আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং তাদের আপনার নিকট ডাকিয়ে নিতে অনুরোধ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং ঐ মুহাজির মুসলিমদের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে ডাকিয়ে নিলেন। তখন মহামহিমাবিত আল্লাহ নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করলেন :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ ...
حَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ

তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর

জন্য আবদুল পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মভেদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোদ্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা।

মুশরিক কুরাইশদের অজ্ঞতা যুগের অহমিকা এই ছিল যে, তারা সন্ধিপত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে দেয়নি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' লিখার সময়েও প্রতিবাদ করেছিল এবং তাঁকে বাইতুল্লাহর ঘিয়ারাত করতে দেয়নি। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮)

ইহা হল ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণনা যা তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১), উমরাত আল হুদাইবিয়াহ (ফাতহুল বারী ৭/৫১৮) এবং হাজ্জ ও অন্যান্য বিষয় (ফাতহুল বারী ৩/৬৩৪) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্ত্বা যাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আমাদের সমস্ত নির্ভরশীলতা তাঁরই উপর। তিনি ছাড়া কোন কিছু করার ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি মহাজ্ঞানী এবং পরাক্রমশালী।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, হাবীব ইব্ন আবি সাবিত (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইলের (রাঃ) নিকট গেলাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, আমরা সফফীনে ছিলাম। একটি লোক বললেন : তোমরা কি ঐ লোকদেরকে দেখনি যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়? আলী ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) উত্তরে বললেন : হ্যাঁ। তখন সাহল ইব্ন হুনাইফ (রাঃ) বলেন : তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে কি সন্দিষ্ট ছিলে? আমরা নিজেদেরকে হুদাইবিয়ার দিন দেখেছি অর্থাৎ ঐ সন্ধির সময় যা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যদি আমাদের যুদ্ধ করার সুযোগ থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম। অতঃপর উমার (রাঃ) এসে বললেন : আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়? আমাদের শহীদরা জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) তখন বললেন : তাহলে কেন আমরা দীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে কোন ফাইসালা করেননি?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

হে খাতাবের পুত্র! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি কখনও আমাকে বিফল মনোরথ করবেননা। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) ফিরে এলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত।

উমার (রাঃ) অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আবু বাকরের (রাঃ) কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন : হে আবু বাকর! আমরা কি সত্যের জন্য লড়াইনা এবং কাফিরেরা কি অসত্যের জন্য লড়াই করছেন? আবু বাকর (রাঃ) বললেন : হে ইবনুল খাতাব! তিনিতো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ কখনও তাঁকে ত্যাগ করবেননা। এরপর সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ বিষয়টি তার গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তারা আবু ওয়াইল সুফিয়ান ইব্ন সালামাহ (রাঃ) থেকে, তিনি সাহল ইব্ন হুনাইফ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাদের কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে : হে লোকসকল! শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে তোমরা কেহকে দোষী সাব্যস্ত করনা। আবু জানদালের (রাঃ) ব্যাপারে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার সুযোগ থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য করতাম। অন্য বর্ণনায় আছে যে, সূরা ফাতহ নাযিল হওয়ার পর উমারকে (রাঃ) ডেকে এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার সময় সুহাইল ইব্ন আমরও তাদের সাথে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) বললেন : লিখ ঐ আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়।

সুহাইল বলল : আমরা এর অর্থ বুঝিনা। বরং আমরা যা জানি তা লিখুন : হে আল্লাহ! তোমার নামে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : লিখ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। তখন সুহাইল বলল : আমরা যদি আপনাকে রাসূল বলে জানতাম তাহলেতো আপনাকেই আমরা অনুসরণ করতাম। বরং লিখুন আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করা চুক্তিতে এই শর্তও যুক্ত করতে চাইল

যে, যদি মুসলিমদের কেহ কাফিরদের কাছে ফিরে যায় তাহলে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু কাফিরদের কেহ যদি মুসলিমদের কাছে চলে যায় তাহলে তারা তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত দিবে। আলী (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই শর্তে কি আমাদের সম্মত হওয়া উচিত? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

হ্যাঁ, অবশ্যই। যারা আমাদের দীন ইসলাম ত্যাগ করে তাদের কাছে চলে যাবে আল্লাহ যেন তাঁর রাহমাত থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ৩/১৪১১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যখন হারুরিয়ারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং তাদের দলভুক্ত লোকদের নিয়ে ভিন্ন তাবু স্থাপন করল তখন আমি তাদেরকে বললাম : হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত হন তখন তিনি আলীকে (রাঃ) বলেন :

হে আলী! তুমি লিখ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই শর্তসমূহে রাযী থাকলেন। তখন মূর্তি পূজক মুশরিকরা বলল : আমরা যদি আপনাকে রাসূল রূপেই জানতাম তাহলেতো আপনার সাথে যুদ্ধ করতামনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

হে আলী! তুমি ঐ লিখা মুছে ফেল। হে আল্লাহ! তুমিতো জান যে, আমি তোমার রাসূল। হে আলী, তুমি ইহা মুছে ফেল এবং এর পরিবর্তে লিখ : ইহা হল শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ যাতে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সম্মত আছেন।

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী থেকে উত্তম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঐ লিখা মুছে ফেলেন। আর এর অর্থ এই নয় যে, সত্যিকারভাবে তাঁর ব্যাপারে রাসূল নামের পদবী/দায়িত্ব মুছে ফেলা হল কিংবা বাতিল হয়ে গেল। এ ব্যাপারে আমি কি যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করিনি? তারা বললেন : হ্যাঁ। (আহমাদ ১/৩৪২, আবু দাউদ ৩/৩১৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০টি উট কুরবানী করেন। ঐগুলির ভিতর একটি উষ্ট্রীর মালিক ছিল আবু জাহল। যখন ঐ উষ্ট্রীটিকে যবাহখানা থেকে বের হয়ে আসতে বাধা দেয়া হচ্ছিল তখন ওটি এমন শব্দ করে কাঁদছিল যেমনভাবে সে তার বাচ্চাদের দেখে ডাকাডাকি করত। (আহমাদ ১/৩১৪)

<p>২৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে - কেহ কেহ মাথা মুন্ডন করবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করবে; তোমাদের কোন ভয় থাকবেনা। আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জাননা। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।</p>	<p>২৭. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا</p>
<p>২৮। তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।</p>	<p>২৮. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا</p>

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সাঃ)

অন্তঃদৃষ্টিতে যা দেখিয়েছিলেন তা পূরণ করেছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মাক্কা গিয়েছেন এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাঁর এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত তিনি মাদীনায়ে স্বীয় সাহাবীগণের (রাঃ) সামনে বর্ণনা করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর যখন তিনি উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন তখন এই স্বপ্নের

ভিত্তিতে সাহাবীগণের এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সফরে তারা সফলতার সাথে এই স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে দেখতে পাবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন তারা উল্টা ব্যাপার লক্ষ্য করেন এমনকি সন্ধিপত্র সম্পাদন করে তাদেরকে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত ছাড়াই ফিরে আসতে হয় তখন এটা তাদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো আমাদেরকে বলেছিলেন : আমরা বাইতুল্লাহয় যাব ও তাওয়াফ করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হ্যাঁ, এটা সঠিক কথাই বটে, কিন্তু আমি তো এ কথা বলিনি যে, এই বছরই এটা করব? উমার (রাঃ) জবাব দেন : হ্যাঁ আপনি এ কথা বলেননি এটা সত্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : তাহলে এত তাড়াহুড়া কেন? আপনারা অবশ্যই বাইতুল্লাহয় যাবেন এবং তাওয়াফও অবশ্যই করবেন। অতঃপর উমার (রাঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) একই প্রশ্ন করলেন এবং ঐ একই উত্তর পেলেন। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে।

এখানে اللَّهُ إِنْ شَاءَ শব্দটি ইসতিসনা বা এর ব্যতিক্রমও হতে পারে এ জন্য নয়, বরং এখানে এটা নিশ্চয়তা এবং গুরুত্বের জন্য।

آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ এই বারাকাতময় স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে সাহাবীগণ (রাঃ) দেখেছেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে মাক্কায় পৌঁছেছেন এবং ইহরাম ত্যাগ করে কেহ কেহ মাথা মুণ্ডন করিয়েছেন এবং কেহ কেহ চুল কাটান। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর দয়া করুন। সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : চুল কর্তনকারীদের উপরও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। আবার জনগণ ঐ প্রশ্নই করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। অবশেষে তৃতীয়বার বা চতুর্থবারে তিনি বললেন : চুল-কর্তনকারীদের উপরও আল্লাহ দয়া করুন। (ফাতহুল বারী ৩/৬৫৬, মুসলিম ২/৯৪৬)

মহান আল্লাহ বলেন : لَا تَخَافُونَ তোমাদের কোন ভয় থাকবেনা। অর্থাৎ মাক্কায যাওয়ার পথেও তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং মাক্কায অবস্থানও হবে তোমাদের জন্য নিরাপদ। এটাই হয়েছিল। এই উমরাহ সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে যিলকাদ মাসে ফিরে এসেছিলেন। যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাসে মাদীনাযই অবস্থান করেন। সফর মাসে খাইবার অভিযানে বের হন। ওর কিছু অংশ বিজিত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে এবং কিছু অংশের উপর আধিপত্য লাভ করা হয় সন্ধির মাধ্যমে। এটা খুব বড় অঞ্চল ছিল। এতে বহু খেজুরের বাগান ও শস্য ক্ষেত্র ছিল। খাইবারের (পরাজিত) ইয়াহুদীদেরকে তিনি সেখানে খাদেম হিসাবে রেখে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের সম্পদ শুধু ঐ সব সাহাবীর মধ্যে বন্টন করেন যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া আর কেহই এর অংশ প্রাপ্ত হননি। তবে তারা এর ব্যতিক্রম ছিলেন যারা হাবশে (ইথিওপিয়ায়) হিজরাত করার পর সেখান হতে ফিরে এসেছিলেন। যেমন জাফর ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা এবং আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা। আবু মূসা (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেসব সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই তাঁর সাথে খাইবার যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তবে ইব্ন যায়িদের (রহঃ) মতে, শুধু আবু দুজানাহ সিমাক ইব্ন খারাশাহ (রাঃ) শরীক ছিলেননা, যেমন এর পূর্ণ বর্ণনা স্বস্থানে রয়েছে। (তাবারী ২২/২৫৯)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায ফিরে আসেন। তারপর সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সাথে হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণও ছিলেন। যুল হুলাইফা হতে ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর উটগুলো সাথে নেন। বলা হয়েছে যে, ওগুলোর সংখ্যা ছিল ষাট। তাঁরা ‘লাব্বাইক’ শব্দ উচ্চারণ করতে করতে যখন মারব্ আয যাহরানের নিকটবর্তী হলেন তখন মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহকে (রাঃ) কিছু ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ আগে আগে পাঠিয়েছিলেন। এ দেখে মুশরিকদের প্রাণ উড়ে গেল, কলিজা শুকিয়ে গেল। তাদের ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামসহ এসেছেন। অবশ্যই তিনি এসেছেন যুদ্ধ করার উদ্দেশে। ‘উভয় দলের মধ্যে দশ বছর কোন যুদ্ধ হবেনা’ এই যে একটি শর্ত ছিল তিনি তা ভঙ্গ করেছেন। তাই তারা মাক্কায দৌড়ে গিয়ে মাক্কাবাসীকে এ খবর দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারব্‌র আয যাহরানে পৌঁছেন যেখান হতে কা’বা ঘরের চারিদিকে মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি শর্ত অনুযায়ী সমস্ত বর্শা, বল্লম, তীর, কামান বাতনে ইয়াজাজে পাঠিয়ে দেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শুধু তরবারী সঙ্গে রাখেন এবং ওটাও কোষবদ্ধ থাকে। তখনও তিনি পথেই ছিলেন, ইতোমধ্যে মুশরিকরা মিকরায়কে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে এসে বলে : হে মুহাম্মাদ! চুক্তি ভঙ্গ করাতো আপনার অভ্যাস নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : ব্যাপার কি? সে উত্তরে বলল : আপনি তীর, বর্শা ইত্যাদি সাথে এনেছেন? তিনি জবাব দেন : না, আমি তো ওগুলো বাতনে ইয়াজাজে পাঠিয়ে দিয়েছি? সে তখন বলল : আপনি যে একজন সৎ ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অতঃপর মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা মাক্কা শহর ছেড়ে চলে গেল। তারা দুঃখে ও ক্রোধে ফেটে পড়ল। আজ তারা মাক্কা শহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গকে দেখতে চায়না। যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু মাক্কার রয়ে গেল তারা পথে, প্রকোষ্ঠে এবং ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এই পবিত্র, অকৃত্রিম ও আল্লাহ ভক্ত সেনাবাহিনীর দিকে তাকাতে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) ‘লাব্বাইক’ ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর পশুগুলোকে যু-তুওয়া নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছিলেন, যার উপর তিনি হুদাইবিয়ার দিন আরোহণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ছিলেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ করছিলেন :

তাঁর নামে, যাঁর দীন ছাড়া কোন দীন নেই। (অর্থাৎ অন্য কোন দীন গ্রহণযোগ্য নয়) তাঁর নামে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর রাসূল। হে কাফিরদের সন্তানেরা! তোমরা তাঁর পথ হতে সরে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কর। আজ আমরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তোমাদেরকে ঐ মারই মারব যে মার তাঁর আগমনের সময় মেরেছিলাম। এমন মার (প্রহার) যা মস্তিষ্কে ওর ঠিকানা হতে সরিয়ে দিবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিবে। করুণাময় (আল্লাহ) স্বীয় অহী অবতীর্ণ করেছেন যা ঐ সহীফাগুলির মধ্যে রক্ষিত রয়েছে যা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পঠিত হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু হল শাহাদাতের মৃত্যু যা তাঁর পথে হয়। হে আমার রাব্ব! আমি এই

কথার উপর ঈমান এনেছি। বিভিন্ন রিওয়াযাতে এটি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এই উমরাহর সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা পৌছেন তখন সাহাবীগণ (রাঃ) শুনতে পান যে, মাক্কাবাসী বলছে : লোকগুলি (সাহাবীগণ) ক্ষীণতা ও দুর্বলতার কারণে উঠা-বসা করতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্গসহ মাক্কায় এলেন এবং সরাসরি বাইতুল্লাহয় গেলেন। কুরাইশরা হিজরের দিকে বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন : জনগণ যেন তোমাদের মধ্যে অলসতা ও দুর্বলতা অনুভব করতে না পারে। তিনি রুক্নকে চুম্বন করে দৌড়ের মত করে তাওয়াফ শুরু করলেন। রুক্নে ইয়ামানীর নিকট যখন পৌছলেন, যেখানে কুরাইশদের দৃষ্টি পড়ছিলনা, তখন সেখান হতে ধীরে ধীরে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছলেন। তিনবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে হালকা দৌড়ে হাজরে আসওয়াদ হতে রুক্নে ইয়ামানী পর্যন্ত চলতে থাকলেন। তিন চক্র এভাবেই দিলেন।

তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেন যে, কা’বা ঘরের দুই কোনার মাঝের জায়গাটুকু তারা স্বাভাবিক কদমে হাটবে। কারণ মূর্তি পূজকরা যেখানে বসে তাদেরকে অবলোকন করছিল সেখান থেকে তাদেরকে ঐ জায়গাটুকুতে দেখা যাচ্ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়ার কারণেই তাওয়াফের প্রতিটি চক্রেই রমল করতে আদেশ করেননি। মূর্তি পূজকরা মন্তব্য করল, এরাই কি ঐ লোক যাদের ব্যাপারে তোমরা দাবী করেছিলে যে, জ্বরের কারণে তারা দুর্বল হয়ে গেছে? এখনতো দেখছি তারা অমুক অমুকের চেয়েও শক্তিশালী। (আহমাদ ১/২৯৪, ফাতহুল বারী ৭/৫৮১, মুসলিম ২/৯২৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, প্রথম দিকে মাদীনার আবহাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়েছিল। জ্বরের কারণে তাঁরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ যিলকাদ মাসের চার তারিখ মাক্কায় পৌছেন তখন মুশরিকরা বলে : এই যে লোকগুলো আসছে, এদেরকে মাদীনার জ্বর দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে। আল্লাহ তা’আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের এই উক্তি়র খবর অবহিত করেন। মুশরিকরা হাতীমের নিকট বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে (রাঃ) নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন হাজরে আসওয়াদ

থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে দুলকী চালে দৌড়ে চলেন এবং রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ সাত চক্রেই রমল বা দুলকী দৌড়ের নির্দেশ দেননি। এটা শুধু তাদের প্রতি তাঁর দয়ার কারণেই ছিল। (ফাতহুল বারী ৩/৫৪৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উমরাহ পালন করতে আসেন তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেন : তাওয়াফ করার সময় তোমরা ‘রমল’ করবে যাতে কাফিরেরা বুঝতে পারে যে, তোমরা শক্তিহীন নও। তাদের তাওয়াফ করার সময় কাফিরেরা ‘কাওয়াকিয়ান’ এলাকায় বসে মুসলিমদের তাওয়াফকে পর্যবেক্ষণ করছিল। কাওয়াকিয়ান হল একটি ছোট পর্বত যা কা’বার হিজরের কাছে অবস্থিত ছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৫৮১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা’বা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সায়াও করলেন, এ উদ্দেশ্যে যে কাফিরেরা দেখুক যে মুসলিমরা শক্তিহীন নয়। (ফাতহুল বারী ৭/৫৮১)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহর উদ্দেশ্যে বের হন, কিন্তু কাফির কুরাইশরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাঁকে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করতে দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই কুরবানী করেন অর্থাৎ হুদাইবিয়ায়ই কুরবানী দেন এবং মাথা মুগুন করিয়ে নেন। আর তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, তিনি এই বছর উমরাহ না করেই ফিরে যাবেন এবং এর পরের বছর উমরাহ করার জন্য আসবেন। ঐ সময় তিনি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে আনতে পারবেননা এবং মাঝায় তিনি ঐ কয়দিন অবস্থান করবেন যা মাঝাবাসী চাইবে। ঐ শর্ত অনুযায়ী পরের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐভাবেই মাঝায় আসেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। তারপর মুশরিকরা বলে : এখন আপনি বিদায় গ্রহণ করুন! সুতরাং তিনি ফিরে এলেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫৭১) এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَبَجَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا আল্লাহ জানেন তোমরা যা জাননা। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। অর্থাৎ এই সন্ধির মধ্যে যে যৌক্তিকতা রয়েছে তা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন, তোমরা জাননা। এরই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এই বছর মাঝা যেতে দেয়া হলনা,

বরং আগামী বছর যেতে দিবেন। আর এই যাওয়ার পূর্বেই যার ওয়াদা স্বপ্নের আকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছিল, তোমাদেরকে সেই আসন্ন বিজয় দান করা হল। আর ঐ বিজয় হল সন্ধি যা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে হয়ে গেল।

মুসলিমদের জন্য সুখবর, তারা শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব জয় করবে

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ এরপর আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই শত্রুদের উপর এবং সমস্ত শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন। এ জন্যই তাঁকে তিনি পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। শারীয়াতে এ দু’টি জিনিসই থাকে, অর্থাৎ ইল্ম ও আমল। সুতরাং শারঈ ইল্মই সঠিক ও বিশুদ্ধ ইল্ম এবং শারঈ আমলই হল গ্রহণযোগ্য আমল। সুতরাং শারীয়াতের খবরগুলি সত্য এবং হুকুমগুলি ন্যায়সঙ্গত।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا আল্লাহ তা‘আলা এটাই চান যে, সারা দুনিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে ও মুশরিকদের মধ্যে দীন নামে যত কিছু রয়েছে সবগুলোর উপরই স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করবেন। এ কথার উপর আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। এসব ব্যাপারে মহিমাময় আল্লাহ তা‘আলারই উত্তম জ্ঞান রয়েছে।

২৯। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রক্ষা ও সাজদাহয় অবনত দেখবে। তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন

۲۹. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ

থাকবে, তাওরাতে তার বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নিগর্ত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের।

الْسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ
كَرَزٍ أُخْرِجَ شَظْءُهُ فَكَازَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ الْمُ
كْفَارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا.

মু'মিনের গুণাগুণ এবং তাদের শুদ্ধিতা

এই مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ ও গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তারপর তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারী এবং মুসলিমদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫৪) প্রত্যেক মু'মিনেরই এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত যে, সে মু'মিনদের সামনে বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফিরদের সামনে হবে কঠোর।

কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا قَتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوْا فِيْكُمْ غُلٰظَةً

হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ও নম্রতার ব্যাপারে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যদি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সারা দেহ জ্বর অনুভব করে ও অস্থির থাকে এবং নিদ্রা হারিয়ে যায় ও জেগে থাকতে হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন : এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীর বা দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় ও শক্ত করে। তারপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের সাওয়াব বৃদ্ধিকারী বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেন আন্তরিকতার সাথে এবং এর দ্বারা তারা কামনা করেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। তারা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকটই যাঞ্চা করেন এবং তা হল সুখময় জান্নাত। মহান আল্লাহ তাদেরকে অশেষ নি'আমাতে পূর্ণ এই জান্নাত দান করবেন এবং সাথে সাথে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্টও থাকবেন। এটাই খুব বড় প্রাপ্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَرَضُوْنَ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৭২)

وَرَضُوْنَ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চেহারায় সাজদাহর চিহ্ন দ্বারা সচরিত্র উদ্দেশ্য। (তাবারী ২২/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল বিনয় ও নম্রতা। (তাবারী ২২/২৬৩)

কোন কোন মনীষীর উক্তি আছে যে, সাওয়াবের কারণে অন্তরে নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি হয়, চেহারায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, জীবিকার পথ প্রশস্ত হয় এবং মানুষের

অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়।

আমিরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) বলেন : যারা তাদের কৃত কোন কিছু গোপন করে, হয় আল্লাহ তাদের সম্মুখে তা প্রকাশ করে দেন যে, তারা কি করেছে অথবা কোন এক ক্ষণে হঠাৎ করে কৃতকারীদের মুখ দিয়েই সেই গোপন কথাটি বের হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ভাল পস্থা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পথ অবলম্বন নাবুওয়াতের পঁচিশটি অংশের মধ্যে একটি অংশ। (আহমাদ ১/২৯৬, আবু দাউদ ৫/১৩৬)

মোট কথা, সাহাবীগণের (রাঃ) অন্তর ছিল কলুষমুক্ত এবং আমলও ছিল উত্তম। সুতরাং যার দৃষ্টি তাদের পবিত্র চেহারার উপর পড়ত, সে তাঁদের পবিত্রতা অনুভব করতে পারত এবং সে তাদের চাল-চলনে ও মধুর আচরণে খুশি হত।

মালিক (রহঃ) বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় করেন তখন সেখানকার খৃষ্টানরা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে : আল্লাহর শপথ! এরা তো ঈসার (আঃ) হাওয়ারীগণ হতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম! প্রকৃতপক্ষে তাদের এ উক্তিটি অতি সত্য। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এই উম্মাতের ফাযীলাত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এই উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ (রাঃ)। এদের বর্ণনা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান আছে।

এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন যে, **ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ** তাওরাতে তাদের বর্ণনা এই রূপই এবং ইঞ্জীলেও। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। অনুরূপভাবে সাহাবীগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী ছিলেন। তারা তাঁর সাথেই সম্পর্ক রাখতেন যেমন চারাগাছের সম্পর্ক থাকে ক্ষেতের সাথে। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্ত

জ্বালা সৃষ্টি করেন।

এই আয়াতটির উপর ব্যাখ্যা করে ইমাম মালিক (রহঃ) এই আয়াতটি রাফেযী সম্প্রদায়ের কুফরীর উপর দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা তারা সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আর যারা সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা কাফির। এই মাসআলায় উলামার একটি দল ইমাম মালিকের (রহঃ) সাথে রয়েছেন। সাহাবীগণের ফাযীলাত এবং তাদের পদস্থলন সম্পর্কে কটুক্তি করা হতে বিরত থাকা সম্পর্কীয় বহু হাদীস এসেছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি নিজের সম্ভটির কথা প্রকাশ করেছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কার অর্থাৎ উত্তম জীবিকা, প্রচুর সাওয়াব এবং বড় বিনিময় প্রদান করবেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল। এটা কখনও পরিবর্তন হবেনা এবং এর ব্যতিক্রম হবেনা। সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণকারীদের জন্যও এ অঙ্গীকার সাব্যস্ত আছে। কিন্তু তাদের যে মর্যাদা ও ফাযীলাত রয়েছে তা এই উম্মাতের অন্য কারও নেই। আল্লাহ তাদের প্রতি সম্ভষ্ট থাকুন এবং তাদেরকে সম্ভষ্ট রাখুন। আর জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাদের আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল করুন! আর তিনি করেছেনও তাই।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) গালি দিওনা ও মন্দ বলনা। যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও স্বর্ণ খরচ করে (অর্থাৎ দান করে) তবুও তাদের কারও এক মুদ (০.৬৭ কেজি) এমনকি অর্ধ মুদ পরিমাণ শস্য দান করার সমান সাওয়াবও সে লাভ করতে পারবেনা। (অর্থাৎ তাদের কেহ এ পরিমাণ শস্য দান করে যে সাওয়াব পেয়েছেন, তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা দান করেও ঐ সাওয়াব লাভ করতে পারবেনা) (মুসলিম ৪/১৯৬৭)

সূরা ফাত্হ -এর তাফসীর সমাপ্ত।